উলামায়ে কেরাম ও দ্বীনদার মুসলমানদের প্রতি হৃদয়ের তপ্ত আহ্বান!

(১৪৩৯ হিজরির পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে মুসলিম উম্মাহর প্রতি বার্তা)

____________মাওলানা আসেম উমর হাফিজাহুল্লাহ

ইসলামের ছায়াতলে... প্রতিটি দিন-ই ঈদের দিন!

(উলামায়ে কেরাম ও দ্বীনদার মুসলমানদের প্রতি হৃদয়ের তপ্ত আহবান!)

(১৪৩৯ হিজরির ঈদুল ফিতর উপলক্ষে মুসলিম উম্মাহর প্রতি বার্তা)

মাওলানা আসেম উমর হাফিজাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা

بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمدلله وحده والصلوة والسلام علىٰ من لانبى بعده اما بعد

عن ابى هريرة قال سمعت رسول الله ﷺ يقول : أظلتكم فتن كقطع الليل المظلم أنجى الناس منها صاحب شاهقة يأكل من رسل غنمه أو رجل من وراء الدروب آخذ بعنان فرسه يأكل من فيء سيفه-

আল্লাহ তাআলার কাছে দিনে-রাতে দুয়া এটাই যে, তিনি যেন স্বীয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের প্রতিটি দিনকে ঈদের দিন বানান। তাদেরকে সব ধরণের ফিতনা ও দুঃখ-দুর্দশা থেকে নিরাপদ রাখেন। আল্লাহ তাআলা সকল মুসলমানের জন্য এই ঈদকে মোবারক করুন! পূর্ব তুর্কিস্তান, বার্মা ও ভারতে সংগঠিত জুলুম নির্যাতনে দুঃখ ভারাক্রান্ত দিলের সাথে এই উম্মতের ঈদের খুশি মোবারক হোক! শাম ও ফিলিস্তিনে মুসলমানদের দুরবস্থা ও বিপর্যয় সত্ত্বেও সকলের এই ঈদ মোবারক হোক! আল্লাহ তাআলা ইমারতে ইসলামীর সন্তানদেরও ঈদের খুশি মোবারক করুন, যারা এই ফিতনার যুগেও সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় আন্তর্জাতিক শক্তির সামনে বুক টান করে মোকাবেলা করছেন! আল্লাহ তাআলা পুরো উম্মতের পক্ষ থেকে তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন! যেখান থেকে আসা সংবাদগুলো এই দুঃখ-ভারাক্রান্ত উম্মতের সিনাকে ঠাণ্ডা করে।

তাকাব্বালাল্লাহু মিন-না ওয়া-মিনকুম - আল্লাহ আমাদের থেকে ও আপনাদের থেকে কবুল করুন!

আমার মুসলমান ভাইয়েরা!

মুসলিম উম্মাহ এমন এক যুগ অতিক্রম করছে, যেখানে ফিতনা মুষলধারে বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হচ্ছে। প্রত্যেক ফিতনা-ই পূর্বের চাইতে অধিক অন্ধকার ও ভয়ানক হয়ে সামনে আসছে। এখন অবস্থা তো এমন দাঁড়িয়েছে যে, মুসলমানদের থেকে তাদের ঈমান ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিতনার

ব্যাপারে যে সকল হাদিস বর্ণনা করেছেন, সেগুলার আলোকে এই ফিতনাসমূহের তীব্রতা থেকে মুক্তির পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন ও গ্রহণ করতে হবে।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জালের আগমনের পূর্বে 'ফিতনায়ে দুহাইমার' আলোচনা করেছেন। এটা হচ্ছে এমন একটি ফিতনা, যার বিষাক্ত ছোয়া প্রত্যেকের গায়েই লাগবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

ثُمَّ فِتْنَةُ الدُّهَيْمَاءِ، لَا تَدَعُ أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا لَطَمَتْهُ لَطْمَةً

"অতঃপর অন্ধকারের ফিতনা আসবে, যার বিষাক্ত ছোয়া প্রত্যেকের গায়েই লাগবে"।

فَإِذَا قِيلَ: انْقَضَتْ، تَمَادَتْ

"যখনই বলা হবে যে, এই ফিতনা খতম হয়ে গিয়েছে, তখন এই ফিতনা তার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যাবে। আরও লম্বা হয়ে যাবে"।

يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا، وَيُمْسِي كَافِراً

"এই ফিতনায় একজন ব্যক্তি সকালে মুসলমান হবে আবার সন্ধায় কাফের হয়ে যাবে"।

حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى فُسْطَاطَيْنِ

"এই ফিতনা জারি থাকবে, এমন কি মানুষ দুই তাবুতে পৃথক হয়ে যাবে"।

فُسْطَاطِ إِيمَانٍ لَا نِفَاقَ فِيهِ وَفُسْطَاطِ نِفَاقٍ لَا إِيمَانَ فِيهِ

"একটি হচ্ছে খালেস ঈমানদারদের তাবু, যেখানে কোন নেফাক থাকবে না। আরেকটি হচ্ছে মুনাফিকদের তাবু, যেখানে মোটেই ঈমান থাকবে না"।

فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ، مِنْ يَوْمِهِ، أَوْ مِنْ غَدِهِ

"যখন অবস্থা এমন হয়ে যাবে, তখন দাজ্জালের অপেক্ষা করতে থাকো! আজ এসে যাবে অথবা কাল এসে যাবে"।

আমাদের এই যুগকে আরও ভালোভাবে বুঝার জন্য এবং এই হাদিস শরীফকে শক্তিশালী করার জন্য আরও একটি হাদিসের দিকে দৃষ্টিপাত করুন, যাতে পরিস্থিতি বুঝা সহজ হয়ে যায়! ইরশাদ হচ্ছে-

إِنَّ أَمَامَ الدَّجَّالِ سِنِينَ خَدَّاعَةً

"দাজ্জাল আসার পূর্বের কয়েক বছর ধোঁকার হবে"।

يُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ

"সত্যবাদীকে মিথ্যুক এবং মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী বানিয়ে দেয়া হবে"।

وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ

"আমানতদারকে খেয়ানতকারী এবং খেয়ানতকারীকে আমানতদার আখ্যা দেয়া হবে"।

এবং লোকদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে ফাসেক, পাপাচারী ও নিচু লোকেরা কথা বলতে থাকবে।

«وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ». قِيلَ: وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟ قَالَ: «الْفُوَيْسِقُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ

قَالَ: "الرَّجُلُ التَّافِهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ"-

আমার মুসলমান ভাইয়েরা!

ইতিহাস এই রকম অন্ধকার, ধোঁকা ও প্রতারণার যুগ আর কোথায় দেখেছে যেখানে হক ও বাতিলের মাপকাঠিই উল্টে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর দ্বীনকে যারা ভালোবাসে, তাদেরকে চরমপন্থী বলা হচ্ছে। আল্লাহর যমিনে আল্লাহর শরীয়ত যারা দাবী করে, তাদেরকে ওয়াজিবুল কতল-হত্যা করা ওয়াজিব সিদ্ধান্ত দেয়া হচ্ছে। রহমাতুল লিল-আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইজ্জত ও সম্মান রক্ষায় জান উৎসর্গকারীদেরকে বিদ্রোহী আখ্যা দিয়ে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হচ্ছে। শরীয়তের জন্য কিতাল ফি সাবিলিল্লাহকে হারাম বলা হচ্ছে আবার অপরদিকে কুফরি ও সুদি শাসনব্যবস্থার হেফাজতের জন্য জীবন দানকারীকে শহীদের মর্যাদায় সম্মানিত করা

হচ্ছে। এবং যে শরীয়তের জন্য অস্ত্র উঠাচ্ছে, তাকে জাহান্নামের উপযুক্ত আখ্যা দেয়া হচ্ছে। জুলুম শুধু এতটুকুই নয়, বরং পরিস্থিতি এতদূর গড়িয়েছে যে, মুসলমানদের থেকে তাদের ঈমান ও দ্বীন ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত দ্বীনের মোকাবেলায় ভিন্ন একটি দ্বীনের রুপরেখা প্রস্তুত করে মুসলমানদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে যেন তারাও এই পরিবর্তিত দ্বীনের উপর ঈমান আনার ঘোষণা দেয়।

কি অন্ধকার যুগ এটি! যেখানে ধোঁকা, প্রতারণা, বিজ্ঞান ও মিথ্যা হচ্ছে একটি শিল্প। মিডিয়াগুলো মিথ্যাকে এমন একটি শিল্প বানিয়ে দিয়েছে, যেখানে - শুধুমাত্র মুখ দিয়ে বের হওয়া একটি হাওয়ার বুদবুদ- কোটি কোটি রুপি/টাকা মুল্য উসুল করে নেয়।

দুঃখ তো এটি নয় যে, লোকেরা এর বাস্তবতা জানে না, বরং হতবাক হবার বিষয় হল এই যে, এই মিথ্যার শিল্পের হাকিকত জানা সত্ত্বেও লোকেরা তার উপর বিশ্বাস রাখে। সেই মিডিয়ার বর্ণনা করা মিথ্যার ভিত্তিতে হক ও বাতিল এবং মুহাব্বত ও ঘৃণার মাপকাঠি বানিয়ে নিচ্ছে। দুয়া কার জন্য করা হবে আর বদদুয়া কার জন্য করা হবে - তার মাপকাঠি বানিয়ে নিচ্ছে। কোন কাদিয়ানী বা হিন্দুও যদি রাষ্ট্রের জন্য লড়াই করে মারা পরে, তাহলে সে শহীদ আর অপরদিকে একজন মুজাহিদ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইজ্জত রক্ষার্থে জান কুরবান করলেও তাকে শাস্তির উপযুক্ত আখ্যা দেয়া হচ্ছে। এই প্রতারণার যুগে এই ধোঁকার সায়েন্স ও মিথ্যার শিল্প সকল মাপকাঠিই অতিক্রম করছে।

সাধারণ জনগণের কথা আর কিইবা বলবো? এখন তো আহলে ইলম, জ্ঞানী লোকেরাও বরং শহরের ফকিহদের ফাতাওয়া এই মিথ্যার হাটে প্রস্তুত হয়ে ফিতনার আগুনকে আরও বেশী ইন্ধন যুগিয়ে যাচ্ছেন।

ফিতনা সেটাকেই বলে, যেখানে কাল ও আজ পুরোপুরি পাল্টে যায়। এদিকে ফিতনাসমূহের দ্রুতগামিতা দেখুন, যে কলম গতকালও কাদিয়ানী এবং গামেদির বর্ণনাকে গোমরাহী আখ্যা দিত, আজ সে-ই বর্ণনাগুলোই তাদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে তাদেরকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত দ্বীনের প্রতিপক্ষ বানিয়ে দেয়া হয়েছে। যে কলম এই গতকালও আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকারকে

উত্তম জিহাদ প্রমাণ করতো, এই কাজে জান কুরবান করাকে উত্তম শাহাদাত আখ্যা দিত, আজ সেই কলম-ই কুফরের কেন্দ্রসমূহ ও আড্ডাখানাগুলোর হেফাজতের গুরুত্ব প্রমাণ করছে।

দ্বীনের এই পরিবর্তিত রুপ শুধুমাত্র উত্তম আর অনুত্তমের সাথেই সম্পৃক্ত নয়, যাকে মামুলি বিষয় মনে করে এড়িয়ে যাওয়া হবে... বরং মিথ্যার শিল্পের ছাচে ঢালা এই ফাতাওয়া কুফরি শাসনব্যবস্থা, সুদি কেন্দ্রসমুহ এবং জিনার আড্ডাখানাগুলোর হেফাজতকেও জিহাদ সাব্যস্ত করছে। অথচ এই ফাতাওয়া-ই ঐ আল্লাহওয়ালাদের জান ও মালকে বৈধ সাব্যস্ত করছে যারা এই ধোঁকার যুগে শরীয়তের মশাল জ্বালিয়ে পুরো মানবতাকে অন্ধকার থেকে বের করার জন্য বের হয়েছেন।

এটাই হচ্ছে ফিতনায়ে দুহাইমা... ধোঁকার বছরসমূহ... এক অন্ধকার ও ধোঁকার যুগ, যা এই উম্মাহ অতিবাহিত করছে।

হজরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ফিতনায় পতিত হওয়ার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন-

إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر فإن كان رأى حلالا كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة و إن كان يرى حراما كان يراه حلالا فقد أصابته-

“যে কেউ এটা জানতে চায় যে, সে আবার ফিতনায় পরে গেছে কিনা, সে যেন এটা দেখে নেয় যে, যে জিনিসকে সে হারাম মনে করতো, এখন সেটাকে হালাল মনে করা শুরু করেছে কিনা। তাহলে বুঝতে হবে সে ফিতনায় পরে গেছে”।

হে আমার মুসলমান ভাইয়েরা!

ফিতনা আর কাকে বলে...? এটার চাইতে বড় ফিতনা আর কি হতে পারে যে, বর্তমানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত দ্বীনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ উলামায়ে হকের পরিবর্তে নবীর দুশমন কাদিয়ানীর শাগরেদরা ও গামেদিরা করছে। এবং

বন্দুকের নল দিয়ে উলামাদেরকে মাজবুর করা হচ্ছে যেন তাঁরাও এই রূপরেখা ও ব্যাখ্যাকে সত্যায়ন করে। ফিতনার সময় এমনই হয়ে থাকে...।

حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَأَبُو الْيَمَانِ، جَمِيعًا عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، قَالَ: «إِذَا قُذِفَ قَوْمٌ بِفِتْنَةٍ فَلَوْ كَانَ فِيهِمْ أَنْبِيَاءُ لَافْتَتَنُوا، يُنْزَعُ مِنْ كُلِّ ذِي عَقْلٍ عَقْلُهُ، وَمِنْ كُلِّ ذِي رَأْيٍ رَأْيُهُ، وَمِنْ كُلِّ ذِي فَهْمٍ فَهْمُهُ، فَيَمْكُثُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا بَدَا لِلَّهِ رَدَّ عَلَيْهِمْ عُقُولَهُمْ وَرَأْيَهُمْ وَفَهْمَهُمْ، فَيَتَلَهَّفُوا عَلَى مَا فَاتَهُمْ» وَقَالَ بَقِيَّةُ: «عَلَى مَا كَانَ مِنْهُمْ-

হজরত আবু জাহিরিয়্যাহ রহঃ বলেন-

يُنْزَعُ مِنْ كُلِّ ذِي عَقْلٍ عَقْلُهُ، وَمِنْ كُلِّ ذِي رَأْيٍ رَأْيُهُ، وَمِنْ كُلِّ ذِي فَهْمٍ فَهْمُهُ

"যখন কোন জাতিকে ফিতনায় নিপতিত করা হয়, তখন জ্ঞানীদের আকল ছিনিয়ে নেয়া হয়। রায় প্রদানকারীর রায় ও বুঝ শক্তির অধিকারীদের বুঝ ও অনুধাবন শক্তি শেষ হয়ে যায়"।

আমার মুসলমান ভাইয়েরা!

বর্তমানে এমন এক সময় এসে গেছে যে, এখন শুধু জিহাদের মাসআলা-ই নয়, বরং ইসলামের শত্রুরা আপনার থেকে আপনার ঈমানও ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছে। আপনাদের নবীদের দ্বীনের মোকাবেলায় একটি পরিবর্তিত দ্বীনের রুপ পেশ করা হচ্ছে, যেখানে কুফরি শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে জিহাদ থাকবে না...

"ইসলাম বিজয়ী থাকবে পরাজিত নয়" এর প্রতিচ্ছবি থাকবে না... মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত শরীয়তের বিজয়ের কথা থাকবে না... মুসলমানরা হিন্দুদের সাথে হোলি খেলেও মুসলমান-ই থাকবে... যে দ্বীনের মধ্যে কুফরি নিদর্শনাবলীর সম্মান ও ইহতেরামকে অংশ বানিয়ে দেয়া হবে। মুরতাদ ও মুসলমানকে বরাবর মনে করা হবে... জাতিসংঘের কুফরি চার্টারকে দ্বীনের অংশ সাব্যস্ত করা হবে। কুরআনের মুহকাম আয়াত ও বিধিবিধানকে কুরআন থেকে বের করে দেয়া হবে।

এটা হচ্ছে ইসলামের সেই পরিবর্তিত রুপ, যার ব্যাপারে ইহুদীরা মোবারকবাদ দেয়, পশ্চিমের খ্রিস্টানরাও রাজী হয় এবং ভারতের ব্রাহ্মণরাও খুশি হয়। এই ইসলামের মধ্যে না জিহাদ থাকবে আর না আন্তর্জাতিক কুফরি শক্তির কোন ভয় থাকবে।

মোগল বাদশাহ আকবরও দ্বীনে ইলাহির নামে দ্বীনের একটি পরিবর্তিত রুপ প্রস্তুত করেছিল এবং তাকে রাষ্ট্রীয় শক্তির মাধ্যমে মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টাও করেছিল। সেও তার শক্তির জোরে সে যুগের বড় বড় উলামাদেরকে বাধ্য করে তার পাশে দাঁড় করিয়েছিল। কিন্তু পরিশেষে কি হল? আকবরের দ্বীনে ইলাহি বাঁচলো নাকি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত দ্বীন বাকি থাকলো?

সুতরাং বর্তমানের এই রাষ্ট্রীয় দ্বীনের পরিণতিও সেটিই হবে, যা হয়েছিল আকবরের দ্বীনে ইলাহির।

হে মাদরাসার আঙ্গিনাগুলোতে ক্বা-লাল্লাহু এবং ক্বা-লার রাসুল এর আতর দ্বারা সুভাসকারীগণ! দ্বীনের ব্যাখ্যাকে হেফাজতের খাতিরে বেদ্বীন আকবরদের সামনে কঠোরভাবে যারা রুখে দাঁড়ান!

আপনাদের মাদরাসা দিয়ে কি হবে যখন আপনাদের দ্বীন-ই বদলে দেয়া হচ্ছে, আপনাদের দলীল প্রদানের পদ্ধতি ও দরস দানের পদ্ধতি বদলে দেয়া হচ্ছে।

কুরআনের তাফসীর ইমাম তাবারি, ইমাম নিশাপুরি, ইমাম কুরতুবি ও ইমাম আলুসি (রাহিমাহুল্লাহ আজমাঈন) বুঝাবেন না বরং র‍্যান্ড কর্পোরেশন থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা কুরআনের অর্থ ও মর্ম নির্ধারন করবে। যে এই নতুন দ্বীনের মধ্যে চলে আসবে, তাকেই পাক্কা মুসলমান বলা হবে। যার ঈমানকে কোন কুফর-ই ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না। চাই সে কুফর করুক, ইসলামী শিয়ার বা নিদর্শনাবলী নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ

করুক! হিন্দুদের সাথে হোলি খেলুক! সুদি শাসনব্যবস্থার খাতিরে মারা যাক! এবং আল্লাহর শরীয়তের সাথে সারা জীবন যুদ্ধ করুক!

এখন তো কোন ব্যক্তির কুফর ও ইসলামের ফায়সালা উলামায়ে হক নয় বরং কুফরি আদালতের জজ করবে।

আর যদি এর বিরুদ্ধে কেউ চৌদ্দশত সাল পূর্বের হজরত আবু বকর রাঃ ও হজরত উমর রাঃ এর দ্বীনের উপর পীড়াপীড়ি করেন, দ্বীনকে সালফে সালিহিন থেকে বুঝতে জেদ ধরেন - তাহলে সন্ত্রাসবাদী-জঙ্গিবাদী আখ্যা দিয়ে আপনাদেরকে গলি-ঘুপচিতে ফেলে দেয়া হবে বরং তাদেরকে দ্বীন থেকেই বের করে দেয়া হবে।

মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনের প্রতিরক্ষাকারী মাদরাসাগুলোকে আজ মডার্ন দ্বীন পড়ানোর ব্যাপারে বাধ্য করা হচ্ছে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহঃ এর উত্তরসূরিদের মাদরাসাগুলোতে এখন আর ইলমে দ্বীনের স্বীকৃত সনদ চলবে না, বরং তাদেরকে আধুনিক যুগের কাদিয়ানী ও গামিদির ব্যাখ্যা পড়াতে বাধ্য করা হবে।

হে কিতাব ও সুন্নতের ব্যাখ্যা ও তাবিরের হেফাজতকারীগণ!

নিজেদের ঈমান রক্ষা করার জন্য জাগ্রত হয়ে যান! নিজেদের মাদরাসাগুলো হেফাজত করার জন্য উঠে যান! শরীয়তের দুশমনদের জোর, যুলুম, ধমকি, ভয় দেখানোর কারণে পেরেশান হবেন না! বাতিল হককে মিটাতে পারবে না, বাতিলকে হক প্রমাণ করা যাবে না! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত দ্বীনকে র‍্যান্ড কর্পোরেশনের দ্বীনের দ্বারা বদলে ফেলা যাবে না! হ্যা! সমস্যা হচ্ছে নিজ নিজ ঈমানের ও নিজ নিজ আখেরাতের। সেখানে জবানে তালা লাগিয়ে দেয়া হবে, সরকারী তাবীলসমূহ ও বিপরীত বর্ণনাসমূহ প্রস্তুতকারীরা সঙ্গ ছেড়ে দিবে। সেই দিনের ফিকির করুন! যখন অন্তরসমূহের ভেদ প্রকাশ করে দেয়া হবে।

বাকি থাকলো আল্লাহর দ্বীন! তো এটার জন্য আল্লাহ প্রত্যেক জামানায় এই রকম আশেক তৈরি করেছেন, যারা নিজেদের রক্ত দিয়ে এই দ্বীনের প্রত্যেক শাখার হেফাজত করছে, আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য কিতাল করতে থাকবে। এমনিভাবে আল্লাহর কিতাব এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে হেফাজত করার জন্যও কিতাল করতে থাকবে।

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال-

"আমার উম্মাতের এক জামাত হকের উপর থেকে কিতাল করতে থাকবে। নিজেদের বিরোধীদের উপর বিজয় থাকবে"।

অন্য এক বর্ণনায় আছে তাদের বিরোধিতাকারীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, মোবারক দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন করার চেষ্টা করে সফলকাম হতে পারবে না, জিহাদকে দ্বীন থেকেও বের করতে পারবে না, কুফুরি নেজামকেও ইসলাম হিসাবে প্রমাণ করতে পারবে না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

الُ الْجِهَادُ حُلْوًا أَخْضَرَ مَا قَطَرَ الْقَطْرُ مِنَ السَّمَاءِ

"জিহাদ তরুতাজা থাকবে"।

وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقُولُ فِيهِ قُرَّاءٌ مِنْهُمْ: لَيْسَ هَذَا زَمَانَ جِهَادٍ

"এবং মানুষের উপর এরকম একটি যুগ আসবে, যখন জাননেওয়ালারাও বলবে যে এখন জিহাদের যুগ নেই"।

فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَنِعْمَ زَمَانُ الْجِهَادِ

"সুতরাং যে কেউ সেই জামানাকে পাবে (জেনে রাখুক) ঐ জামানাই জিহাদের উত্তম জামানা হবে"।

ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাস করলেন-

يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَاحِدٌ يَقُولُ ذَلِكَ؟

"কোনো মুসলমান এরকম কথাও বলতে পারে?"

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

نَعَمْ , مَنْ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"হ্যা! এরকম কথা ঐ ব্যক্তি বলবে যার উপর আল্লাহর লানত, ফেরেশতাদের এবং সমস্ত মানুষের লানত হবে"।

لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما أمطرت السماء وأنبتت الأرض وسينشأ نشؤ من قبل المشرق يقولون لا جهاد ولا رباط أولئك هم وقود النار بل رباط يوم فى سبيل الله خير من عتق ألف رقبة ومن صدقة أهل الأرض جميعا-

যখন ইবনে আসাকিরের বর্ণনায় এই শব্দের অতিরিক্ত আছে যে জিহাদ তরুতাজা থাকবে

وسينشأ نشؤ من قبل المشرق

"এবং পুর্ব দিক থেকে কিছু লোক উঠবে"।

يقولون لا جهاد ولا رباط

"যারা বলবে জিহাদও নেই রিবাতও নেই"।

যারা এই কথা বলবে যে এখন কোনো জিহাদও নেই রিবাতও নেই,

أولئك هم وقود النار

"এই লোকেরাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে"।

অথচ আল্লাহর রাস্তায় একদিন পাহারা দেয়া হাজার গোলাম আজাদ করা এবং দুনিয়াবাসীদের ছদকাহ করার চেয়ে উত্তম।

জিহাদকে দ্বীন থেকে বের করারও চেষ্টা চলছে। ইমাম লা-লকাঈ ও ইমাম আবু বকর খাল্লাল রহ: বলেন- "ইয়াহুদিরা বলতো দাজ্জাল আসার আগ পর্যন্ত জিহাদ খতম হয়ে গেছে"। এবং রাফেজিরা বলে- "তাদের গায়েব ইমাম আসা পর্যন্ত কোনো জিহাদ নেই"।

অভিশপ্ত কাদিয়ানীরা এটাকে খতম করার জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করেছে, ফলাফল কি বের হলো?

সুতরাং জিহাদের বিরুদ্ধে যতই চক্রান্ত করা হোক, জিহাদের বদনাম করার জন্য দায়েশদের মতো খারেজিদের দাঁড় করিয়ে দেয়া হোক অথবা জিহাদকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মুহতাজ বানিয়ে ব্যর্থ প্রমাণ করা হোক... জিহাদ জিন্দা থাকবে, সরকারী এবং দরবারী বক্তাদের বয়ানের মাধ্যমে উম্মাতে মুসলিমাহকে এখন জিহাদ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারবে না।

হ্যাঁ, অবশ্যই ফেতনার এই জামানার মধ্যে প্রত্যেক মুসলমানের নিজের ঈমান বাঁচানোর ফিকির করা উচিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ফেতনা থেকে বাঁচার পদ্ধতি বলে গেছেন, নিজের ঈমানের মাসআলা শুধু জিহাদের মাসআলা না, আপনার থেকে আপনার ঈমানকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা চলতেছে, আপনাকে একটা পরিবর্তিত দ্বীন দেয়ার চেষ্টা চলছে এবং তার উপর ঈমান আনতে আপনাকে মজবুর করা হচ্ছে এবং সারা বিশ্বে এটার উপর দস্তখত করা হয়েছে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

أظلتكم فتن كقطع الليل المظلم

"তোমাদেরকে ফেতনা ঢেকে নিবে, এরকম ফেতনা যেরকম অন্ধকার রাতের টুকরো হয়"।

أنجى الناس منها صاحب شاهقة يأكل من رَسَلِ غنمه

"ঐ ফেতনার ভিতর মানুষের মধ্যে অধিক মুক্তি পাবে ওই ব্যক্তি যে নিজের পালসহ পাহারের টিলায় চলে যাবে এবং ঐ পাল থেকেই রিযিক অর্জন করবে"।

أو رجل من وراء الدروب آخذ بعنان فرسه يأكل من فيئ سيفه

"দ্বিতীয় ওই ব্যক্তি যে জিহাদের রাস্তায় নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকবে এবং গনিমতের মাল থেকে রিজিক অর্জন করবে"।

আল্লাত তাআলা তাদেরকে ঐ সকল ফিতনা থেকে রক্ষা করুন! আল্লাহ তাআলা সকল মুসলমানের ঈমানের হেফাজত করুন! এবং ঈমানের হালতে তাদেরকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিন... আমিন।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين-